Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# আহমদ শরীফ : কিছু অজানা কথা

| | |
|---|---|
| Volume | 44 |
| Issue | 3 |
| Year | 2001 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | নেহাল করিম |
| Published online | June 1, 2002 |
| DOI | 10.62328/sp.v44i3.11 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.11 |
| Pages | 111-119 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# আহমদ শরীফ : কিছু অজানা কথা

**নেহাল করিম***

বাংলাদেশে আহমদ শরীফ-এর মতো হাতে গোনা চার থেকে পাঁচজন লিখিয়ে পাওয়া যাবে যাঁরা কোন সময়ই সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বেড়াজালে নিজেদের জড়াননি। তাই তাঁরা মননশীল লেখক হিসেবে অজ্ঞাত থেকে গেছেন বা তাঁদের চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থগুলো লেখা-পড়া জানা মানুষের কাছে অপঠিত থেকে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ থেকে মৃত্যুর পরবর্তী বছর অবধি প্রতিবছর গড়ে দুটো করে আহমদ শরীফ-এর মৌলিক রচনা সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক শতের অধিক মননশীল গ্রন্থ অপঠিতই নয়, অগোচরেও থেকে গেছে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত মৌলিক রচনার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১৩৮৪৪ অর্থাৎ ছাপাকৃত প্রতি পৃষ্ঠাকে হাতের লেখায় $২\frac{১}{২}$ পৃষ্ঠা করে ধরলে তাতে ৩৪৬১২ পৃষ্ঠা হয়। অবশ্য এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র তাঁর মৌলিক রচনার হিসেবে এবং সম্পাদিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা যদি হিসেব করা হয় তবে মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সব মিলিয়ে লক্ষের অধিক হবে।

দেশ-কাল-সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথাগত সংস্কার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সবসময় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তিসহ সমাজতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। ভাববাদ, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের যৌগিক সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণে, বক্তব্যে ও লেখনীতে। তাঁর রচিত একশতের অধিক গ্রন্থের প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, বিশ্বাস ও সংস্কার, এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য। পঞ্চাশ দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন। দ্রোহী সমাজ পরিবর্তনকর্মীদের কাছে তাঁর পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। তাঁর রচিত পুস্তকরাশির মধ্যে *বিচিত চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, বাংলার সুফী-সাহিত্য, বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব, বাঙালার বিপ্লবী পটভূমি, এ শতকে আমাদের জীবন ধারার রূপরেখা, নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* এবং বিশেষ করে দু'খণ্ডে রচিত *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর অনুপ্রেরণায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সমাজ

---

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণাকর্ম তাকে 'কিংবদন্তী পণ্ডিত'-এ পরিণত করেছে। উভয় বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং অদ্যাবধি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করে গেছেন। বিশ্লেষণাত্মক তথ্য-তত্ত্ব ও যুক্তিসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর গাথা হয়ে থাকবে। তিনি জীবৎকালে বেশ কিছু পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদক'সহ পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সম্মানসূচক ডি.লিট.' ডিগ্রি উল্লেখযোগ্য। মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তায় প্রাগ্রসর ড. আহমদ শরীফ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২), লেখক সংগ্রাম শিবির (১৯৭১), বাঙলাদেশ লেখক শিবির (১৯৭২), মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি (১৯৭৪), সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি (১৯৮১), স্বদেশ চিন্তা সংঘ (১৯৮৩), মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি (১৯৯২), সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘ (১৯৯৯)সহ অন্যান্য ২৯টি প্রগতিশীল সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং উভয়বঙ্গে বহুবার সংবর্ধিত হয়েছেন।

তাঁর বিশাল পুস্তকরাশির মধ্যে মানুষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির কথা রয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানের বেড়াজাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতা তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান-এর নেতৃত্বে ১৯৬২ সনে গঠিত 'নিউক্লিয়াস' (স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী পরিষদ) এর সাথেও তাঁর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল[১]। ১৯৬৩ সনে গঠিত অপূর্ব সংসদের (অস্থায়ী পূর্ব বাংলা সরকার) তৃতীয় চূড়ান্ত ইশতেহার যা ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত তাঁর 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালী' প্রবন্ধে স্থান পায়। তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটির কথা উল্লেখ ছিল[২]। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি দেশের সব সংকটময় মুহূর্তে কখনও এককভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে তা প্রশমনের জন্য এগিয়ে এসেছেন। অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ পর্যায়ের উত্তাল দিনগুলোতে অন্য পেশাজীবীদের মতো লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিবাদ সভাগুলোতে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেনে। ১৯৭১ সনের ৫ মার্চ জাতীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, কলা-কুশলী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশে সবাইকে তিনি শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন, সবাই তাঁর নেতৃত্বে হাত তুলে শপথ নেন : "আমরা পূর্ব বাঙলার সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও চালিয়ে যাব। সংগ্রামী জনগণকে আমরা অনুপ্রেরণা জোগাবো লেখনীর মাধ্যমে, আমাদের লেখনী হবে সংগ্রামের সাফল্যের জন্য বুলেট বেয়নেট, অতীতের সব মতানৈক্য ভুলে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা এগিয়ে যাব সংগ্রামের সাফল্যের দিকে"[৩]।

জীবিত অবস্থায় এবং বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অনেক বিদগ্ধজন তাঁদের লেখায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন, এখানে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম বলেছেন 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ-এর মাওলানা ভাসানী'[৪], দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের মতে 'আদর্শ পুরুষ'[৫], দেশের অন্যতম চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে 'a non-conformist'[৬], ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. এমাজউদ্দীন আহমদের ভাষায় 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক'[৭], বিশিষ্ট বাম রাজনীতিক ও বাংলাদেশের ওয়ার্কারস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন 'দ্রোহী'[৮], প্রতিবাদী লেখক, প্রবন্ধকার, কবি ও ঔপন্যাসিক আহমদ ছফার মতে 'সর্বাঙ্গে উত্তপ্ত একজন বিপ্লবী'[৯], বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আহমদ কবিরের ভাষায় 'একলা চলার অভীক'[১০], রাজনীতিবিদ হায়দার আকবর খান রনোর ভাষায় 'নক্ষত্র'[১১], বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক ও কবি ড. হুমায়ুন আজাদের ভাষায় 'পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী'[১২], স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও কবি বেলাল মোহাম্মদ বলেছেন 'কীর্তিমান মনীষী'[১৩], সাংবাদিক সাইফুজ্জামান বলেছেন 'অটল হিমালয়'[১৪], অধ্যাপক রতন তনু ঘোষের ভাষায় 'যুগ প্রবর্তক'[১৫], লেখক মুস্তফা মজিদের মতে 'দ্রোহী জ্ঞান সাধক'[১৬], সাংবাদিক ও কলাম লেখক টিপু খন্দকারের মতে 'অন্ধকারে বাতিঘর'[১৭], সাংবাদিক কলাম লেখক ও ছোট গল্পকার দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু বলেছেন 'মহীরুহ'[১৮], লেখক হাসান মামুন লিখেছেন 'মুক্তচিন্তার প্রতীক'[১৯], অধ্যাপক রুবাইয়াৎ ফেরদৌস বলেছেন 'সক্রেটিস'[২০], লেখক সাংবাদিক দীপংকর গৌতমের ভাষায় 'মনীষী'[২১], লেখিকা সুলতানা আজিম বলেছেন 'জাতির শিক্ষক'[২২], কলাম লেখক, প্রাবন্ধিক ও মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক সমিতির নেতা মনোরঞ্জন রায়ের মতে 'চিরবিদ্রোহী'[২৩], লেখক কাজী আরাফত হোসেন লিখেছেন 'সততার মূর্ত প্রতীক'[২৪], হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতা প্রেমরঞ্জন দেবের ভাষায় 'আধুনিক ঋষি'[২৫], লেখক মোহাম্মদ মোরশেদ আলম লিখেছেন 'প্রবাদ পুরুষ'[২৬], লেখক রেজাউল করিমের মতে 'মানবতার মানসপুত্র'[২৭], বিজ্ঞান চেতনা কেন্দ্রের নির্বাহী আইয়ুব হোসেন বলেছেন 'মোহজয়ী দ্রোহী পণ্ডিত'[২৮], বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বশির-আল-হেলালের মতে 'চির আধুনিক'[২৯], প্রবীণ চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাশেমের ভাষায় 'জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া'[৩০], সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, উন্মেষ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট-এর প্রধান মহসিন শস্ত্রপাণি-র ভাষায় 'প্রতিবাদ ও দ্রোহের প্রতীক মানবপ্রেমী'[৩১], লেখক ও আমলা আবদুল মান্নান-এর মতে 'মোহজয়ী'[৩২], প্রখ্যাত সংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী সন্তোষ গুপ্ত-এর মতে 'বিরল মনীষী'[৩৩], প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা, অস্থায়ী পূর্ব বাংলা সরকার (অপূর্ব সংসদ)এর নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ আবদুল আজিজ বাগ্‌মার-এর মতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ'[৩৪], লেখক সারওয়ার-ই-আলম-এর মতে 'শোষণ আধিপত্যের প্রতিবাদী'[৩৫], জাসদ নেত্রী বীণা সিকদার বলেছেন 'প্রগতির পাঞ্জেরী'[৩৬], কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও কলামলেখক আবুল হাসানাত-এর ভাষায় 'বাংলাদেশের বিবেক'[৩৭], লেখক বিরূপক্ষ পাল-এর মতে 'মানবিক

দৃষ্টিদাতা'[৩৮], প্রাবন্ধিক, কলামলেখক, শিক্ষক ও গবেষক মাহমুদুল বাশারের মতে 'প্রগতিশীল পণ্ডিত'[৩৯], লেখক মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেছেন 'বিবেকী আত্মার প্রতিবাদী মানুষ'[৪০], লেখক হাসান হাফিজ-এর ভাষায় 'স্রোতের বিরুদ্ধে একা'[৪১], রাজনীতিবিদ ও কলামলেখক মোনায়েম সরকার বলেছেন 'অনন্য মনীষী'[৪২]।

পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখকবৃন্দ আহমদ শরীফকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের লেখায় যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হলো। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও কম্যুনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জী বলেছেন 'আচার্য'[৪৩], বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক ও *জিজ্ঞাসা* পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন 'র‌্যাডিকেল'[৪৪], বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন 'মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী'[৪৫], বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. হোসেনুর রহমান বলেছেন 'নির্মম নীলকণ্ঠ'[৪৬], বিশিষ্ট লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী মিহির আচার্যের মতে 'মানবতাবাদী'[৪৭], দৈনিক *সংবাদ প্রতিদিন* মন্তব্য করেছে 'নির্মোহ বুদ্ধিজীবী' হিসেবে[৪৮], লেখিকা তহমীনা খাতুন বলেছেন 'সংস্কারের ভিত কাঁপানো এ বিরল ব্যক্তিত্ব'[৪৯], ড. প্রথমা রায় মণ্ডল আখ্যায়িত করেছেন 'জীবন্ত কিংবদন্তী' রূপে[৫০]।

এছাড়া দেশের মৌলবাদীরা আহমদ শরীফকে 'মুরতাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল[৫১], এবং তিনি নিজেকে 'নাস্তিক' হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন[৫২]। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর নাস্তিকতাবোধ নিয়ে পরিচিতজনদের মাঝে বেশ মতভেদ আছে। অনেকে বলে থাকেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ড. আহমদ শরীফের মধ্যে নাস্তিকতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, আবার কেউ কেউ মনে করেন স্বাধীনতার কিছুকাল আগ থেকে অর্থাৎ ১৯৬৪ সনে সংঘটিত সাম্পদায়িক দাঙ্গার পরবর্তী সময় থেকে তা সক্রিয় ছিল। তবে উল্লেখিত মতামতকারীদের জ্ঞাতার্থে বলা যেতে পারে যে, আহমদ শরীফ-এর প্রথম সন্তান ১৯৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তানসহ অন্য দু'সন্তানকে কোনদিন ধর্মগ্রন্থ ছোঁয়াননি বা শিক্ষা দেননি। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তাঁর মধ্যে নাস্তিকতাবোধের উদয় অন্তত চল্লিশের দশকের শেষের দিকে হয়েছিল।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনের নামী-দামী সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ সব সময় তাঁকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে, স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে এ সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ কখনোই ড. আহমদ শরীফ-এর কাজের স্বীকৃতি দেয়নি। উদাহরণ হিসেবে এখানে দুটো বিষয় উল্লেখ করছি। অনেকেই জানেন না যে, বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রকাশনা গ্রন্থ আহমদ শরীফের *লাইলী মজনু* (১৯৫৭) দিয়ে শুরু হয় এবং এখান থেকে পর্যায়ক্রমে সর্বমোট ২৪টি গ্রন্থ এবং ১০টি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়। এক সময়ে এখান থেকে প্রকাশিত সব গ্রন্থ নিঃশেষ হয়ে যায়, গবেষক ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইগুলোর ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এগুলোর পুনর্মুদ্রণ

একাডেমী কর্তৃপক্ষ করেননি। বিশেষ করে *লাইলী মজনু* যা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পাঠ্য, তা কয়েকটি সংস্করণের পর একাডেমী আর পুনর্মুদ্রণ করেনি। অথচ একাডেমী ব্যক্তিবিশেষের বহু অপ্রয়োজনীয় বই পুনর্মুদ্রণ করেছে এবং করছে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহমদ শরীফ-এর অবসরগ্রহণের পর তাঁর মতো গবেষক ও শিক্ষককে পুনঃনিয়োগ বা 'প্রফেসর ইমিরেটাস' না করে, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের স্বার্থে এ পর্যন্ত যতজনকে 'পুনর্নিয়োগ' বা 'প্রফেসর ইমিরেটাস' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে তাঁদের থেকে ড. আহমদ শরীফ-এর যোগ্যতা কোন অবস্থাতেই বা কোন অংশে কম ছিল না। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত 'জাতীয় অধ্যাপক' প্রসঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে ইতিহাস বলে দেয়, উচ্চপদে বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে ঐ সব ব্যক্তি স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছিলেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই পরবর্তীকালে টিকে থাকেননি, অতীত ঘাঁটলেই এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের বোধের এই ভাবোদয় হওয়া উচিত যে, কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে জোর করে উপরে উঠানোও যায় না, আবার জোর করে দাবিয়েও রাখা যায় না। কোন অবদান থাকলে ঠিক একদিন উদ্ভাসিত হবেই। তাই হয়তো জীবদ্দশায় যা পাননি মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে মোট ১৫টি সম্পাদকীয় ও ৯৮টি দীর্ঘ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁকে উৎসর্গীকৃত মোট বইয়ের সংখ্যা ৫৫।

উৎসর্গীকৃত সব গ্রন্থ নাগালের মধ্যে না থাকায় এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো। অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমদ বলেছেন 'আমরা শিক্ষাগুরু'[৫৩], অধ্যাপক কালাম মাহমুদ উল্লেখ করেছেন 'যাঁর জ্ঞানমনীষা ও দ্রোহীচেতনা আমাকে নিরন্তর উদ্দীপ্ত করে'[৫৪], বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর ভাষায় 'আমার শিক্ষক ও হিতার্থী বাঙলাদেশের অন্যতম শক্তিমান সক্রিয় ও প্রভাবশীল ভাবুক'[৫৫], গবেষক আর ইসলাম লিখেছেন 'পিতৃপ্রতিম শিক্ষাগুরু'[৫৬], গবেষক ড. আবুল আহসান চৌধুরী-এর ভাষায় 'আমার স্মরণীয় শিক্ষক'[৫৭], পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী ও কম্যুনিস্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর মতে 'বাংলাদেশের প্রখ্যাত মনীষী সাহিত্য ও সমাজসত্য সন্ধানে সদা সন্নিবিষ্ট'[৫৮], সাংবাদিক ও কবি ইন্দু সাহা বলেছেন 'মানবিকতার সপক্ষে আমি আপনার সঙ্গে আমার মাথাটিও দানবদের খড়গের মুখোমুখি রাখছি'[৫৯], সুইডিশ গবেষক ডেভিড জে কাশিন বলেছেন 'যিনি আমার কাছে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের দুর্বোধ্য রহস্য উন্মোচিত করেছিলেন[৬০], পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরীর ভাষায় 'বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচিত্ত লেখক'[৬১], লেখক ও গবেষক ড. ইসরাইল খান-এর মতে 'মুক্তচিন্তার দিশারী, দুঃসময়ের দুঃসাহসী অভিযাত্রী, দুর্নীতিগ্রস্ত জরাক্রান্ত সমাজশাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর বিদ্রোহী কালের কণ্ঠস্বর, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক'[৬২], কলকাতার নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাস বলেছেন 'ছিন্ন বাংলার ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ চিন্তাবেদা নন্দন সখা'[৬৩], কবি সমুদ্র গুপ্ত-এর ভাষায় 'বৃক্ষের সাহস নিয়ে অবিচল সমুদ্রতরঙ্গের ধ্বনি গুণে বেড়ে ওঠা আমাদের একালের দৃঢ় কণ্ঠস্বর'[৬৪], প্রখ্যাত

ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'[৬৫], বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক অধ্যাপক শওকত আলী বলেছেন 'আমার শিক্ষক, পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু'[৬৬], লেখক জে.এইচ. মোল্লার ভাষায় 'পণ্ডিত'[৬৭], বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক বিশিষ্ট গবেষক ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক'[৬৮], কবি বেলাল মোহাম্মদ-এর ভাষায় 'সর্বকালের প্রথম প্রবক্তা ধর্মদ্রোহী'[৬৯], সংস্কারমুক্ত লেখক মঙ্গল মণ্ডল বলেছেন 'আমার উপনয়ন দাতা, এ যুগের ঋষি'[৭০], কর্নেল ডাঃ শরফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন 'পণ্ডিতবর'[৭১], বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. মমতাজুর রহমান তরফদার-এর মতে 'জীবন্ত প্রতিবাদ'[৭২], প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক ডঃ সাঈদ-উর রহমান-এর ভাষায় 'প্রাতঃস্মরণীয়'[৭৩]।

উভয়বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য পণ্ডিত, বিদ্রোহী, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, দার্শনিক, বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধি ও নির্মোহ চিন্তার ধারক আহমদ শরীফকে ধর্মান্ধরা শাস্ত্র ও প্রথা বিরোধিতার কারণে 'মুরতাদ' আখ্যায়িত করেছিল। কথা ও কর্মে অবিচল, অটল, দৃঢ় মনোভাবের নাস্তিক সবরকমের প্রথাসংস্কার শৃঙ্খল ছিন্ন করে ১৯৯৫ সনে লিপিবদ্ধ করা 'অসিয়তনামা'-র মাধ্যমে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে গেছেন। অসিয়তনামায় উল্লেখ ছিল 'চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্রাণ প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরের কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাইতো বাঞ্ছনীয়'[৭৪]।

**তথ্যনির্দেশ**


১. সিরাজুল আলম খান, *একুশ শতকে বাঙ্গালী*, এম.এন. ও পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৬ (পাদটীকা)

২. (বিচারপতি) মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'অপূর্ব সংসদের কথা', দৈনিক *প্রথম আলো* সাহিত্য সাময়িকী, ৪ জানুয়ারি ২০০০

৩. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৮২-৮৩

৪. সরদার ফজলুল করিম, গণ সংস্কৃতি ফ্রন্ট কর্তৃক আয়োজিত, ড. আহমদ শরীফ-এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী-তে প্রদত্ত ভাষণ, ২০০০

৫. শামসুর রাহমান, 'কথায় ও কাজে অভিন্ন এক আদর্শ পুরুষ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৪ মার্চ ১৯৯৯

৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'ড. আহমদ শরীফ-এর সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ', *আনন্দ-পত্র*, ১২-১৮ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১৪

৭ এমাজউদ্দীন আহমদ 'একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক', *দৈনিক মানবজমিন*, ৫ মার্চ ১৯৯৯

৮. রাশেদ খান মেনন, 'একজন দ্রোহীর প্রতিকৃতি', *সাপ্তাহিক ২০০০*, ৫ মার্চ ১৯৯৯

৯. আহমদ ছফা, *'জাগ্রত বাংলাদেশ'*, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৪৫

১০. আহমদ কবীর, 'একলা চলার অভীক', দৈনিক *প্রথম আলো*, সাহিত্য সাময়িকী, ৫ মার্চ ১৯৯৯

১১. হায়দার আকবর খান রনো,'আহমদ শরীফের জীবনাবসান : নক্ষত্রের পতন', দৈনিক *ভোরের কাগজ,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

১২. হুমায়ন আজাদ, পূর্বোক্ত

১৩. বেলাল মোহাম্মদ, 'কীর্তিমান মনীষী: আহমদ শরীফ', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

১৪. সাইফুজ্জামান, 'আহমদ শরীফ : অটল হিমালয়', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ৪ মার্চ ১৯৯৯

১৫. রতনতনু ঘোষ, 'যুগ প্রবর্তক : আহমদ শরীফ', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০

১৬. মুস্তফা মজিদ, 'দ্রোহী জ্ঞান সাধক : অধ্যাপক আহমদ শরীফ', *দৈনিক মানবজমিন,* ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০০

১৭. টিপু খন্দকার, 'ড. আহমদ শরীফ: অন্ধকারে বাতিঘর', দৈনিক পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

১৮. দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু, 'একজন মহীরুহের মহাপ্রয়াণে আমরা শোকাহত', *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

১৯. হাসান মামুন, 'মুক্তচিন্তার প্রতীক', *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

২০. রুবাইয়াৎ ফেরদৌস, 'ড. আহমদ শরীফ : আমাদের সক্রেটিস', দৈনিক *ভোরের কাগজ,* ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

২১. দীপংকর গৌতম, 'মনীষী আহমদ শরীফ', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০

২২. সুলতানা আজীম, 'আমার শিক্ষক, জাতির শিক্ষক', দৈনিক *প্রথম আলো,* ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০০

২৩. মনোরঞ্জন রায়, 'চির বিদ্রোহী : ড. আহমদ শরীফ', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ৭ মার্চ ১৯৯৯

২৪. কাজী আরাফত হোসেন, 'সততার মূর্ত প্রতীক : ড. আহমদ শরীফ মুরতাদ (!) বাঙালী মনীষী', সাপ্তাহিক *বর্তমান সংলাপ,* ১১ মার্চ ১৯৯৯

২৫. প্রেমরঞ্জন দেব, 'আহমদ শরীফ : একজন আধুনিক ঋষি', *দৈনিক প্রাইম,* ১১ মার্চ ১৯৯৯

২৬. মোহাম্মদ মোরশেদ আলম 'প্রবাদ পুরুষ : ড. আহমদ শরীফ', *দৈনিক আজাদী,* ১৩ মার্চ ১৯৯৯

২৭. রেজাউল করিম, 'ড. আহমদ শরীফ : মানবতার মানসপুত্র', *দৈনিক পূর্বকোণ,* চট্টগ্রাম, ১৯ মার্চ ১৯৯৯

২৮. আইয়ুব হোসেন 'মোহজয়ী দ্রোহী পণ্ডিত', দৈনিক *ভোরের কাগজ,* ৪ এপ্রিল ১৯৯৯

২৯. বশীর আল হেলাল, 'চির আধুনিক আহমদ শরীফ', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ১৫ এপ্রিল ১৯৯৯

৩০. কাজী আবুল কাশেম, 'ড. আহমদ শরীফ : এমন এক চরিত্র যাকে ভোলা যায় না', *দৈনিক মাতৃভূমি,* ২০ মার্চ ১৯৯৯

৩১. মহসিন শস্ত্রপাণি, 'প্রতিবাদ ও দ্রোহের প্রতীক ড. আহমদ শরীফ', *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ,* ইউ-পি,এল, ঢাকা, ২০০১

৩২. মোঃ আবদুল মান্নান, 'মোহজয়ী', *উদ্ভাস,* বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ মন্ত্রণালয়, ২০০০

৩৪. আবদুল আজিজ বাগমার, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ ড. আহমদ শরীফ', *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ,* ইউপিএল, ঢাকা, ২০০১

৩৫. সারওয়ার-ই-আলম, 'শোষণ আধিপত্যের প্রতিবাদী, অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ আর নেই', *সাপ্তাহিক রোববার,* ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

৩৬. বীণা সিকদার 'শরীফ স্যার যা বলে গ্যালেন', *নতুন কথা,* ঢাকা, ১৪ মার্চ ১৯৯৯

৩৭. আবুল হাসানাত 'ড. আহমদ শরীফের প্রয়াণ ও প্রসঙ্গ কথা', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

৩৮. বিরূপক্ষ পাল, 'মারা গেলেও দৃষ্টিতে বেঁচে রইলেন একজন মানবিক দৃষ্টিদাতা', সাপ্তাহিক *খবরের কাগজ,* ১৬ মার্চ ১৯৯৯

৩৯. মাহমুদুল বাশার, 'প্রগতিশীল পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ প্রসঙ্গে', দৈনিক *আজকের কাগজ,* ঢাকা, ৯ মার্চ ১৯৯৯

৪০. মোঃ মাহবুব-উল আলম ,'পক্ষান্তর', *দৈনিক আজাদী,* চট্টগ্রাম, ৬ মার্চ ১৯৯৯

৪১. হাসান হাফিজ, 'স্রোতের বিরুদ্ধে একা', দৈনিক *ভোরের কাগজ,* ঢাকা, ৫ মার্চ ১৯৯৯

৪২. মোনায়েম সরকার, 'অনন্য মনীষী ড. আহমদ শরীফ', *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ,* ইউপিএল, ঢাকা, ২০০০

৪৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০

৪৪. শিবনারায়ণ রায়, *বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী,* জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯

৪৫. রবীন্দ্র গুপ্ত, 'পুস্তক সমালোচনা', দৈনিক *সোনার বাংলা,* কলিকাতা, ১৯৯৩

৪৬. হোসেনুর রহমান 'আহমদ শরীফ', *দৈনিক সংবাদ,* ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

৪৭. মিহির আচার্য, *'বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক', দৈনিক সত্যযুগ,* কলিকাতা, ১৯৮৪

৪৮. 'নির্মোহ বুদ্ধিজীবী', *সংবাদ-প্রতিদিন,* কলিকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

৪৯. তহমীনা খাতুন, 'আহমদ শরীফ : সংস্কারের ভিত কাঁপানো এক বিরল ব্যক্তিত্ব', *গাঙ্গেয়বার্তা,* কলিকাতা, ১৬-৩১ মার্চ ১৯৯৯

৫০. প্রথমা রায় মণ্ডল, 'আহমদ শরীফ : দ্রোহ ও সাহসের সমাচার', প্রতীক বুকস, কলিকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৫

৫১। *দৈনিক ইনকিলাব,* ২২ অক্টোবর ১৯৯২

৫২ 'আহমদ শরীফ সাক্ষাৎকার', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ১৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৯৮৫

৫৩. সফিউদ্দীন আহমদ, *ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৫৪. কালাম মাহমুদ, *বাঙলা বানান সূত্র : ভাষারীতি ও শুদ্ধিকরণ,* শাহজালাল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৮

৫৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *অবক্ষয় ও উত্তরণ*, প্রাচ্যবিদ্যা, ঢাকা, ১৯৬৮

৫৬. আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

৫৭. আবুল আহসান চৌধুরী, *লালন শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

৫৮. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *চরৈবেতি*, চিরায়ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা, ১৯৯১

৫৯. ইন্দু সাহা, *কান পেতে রই*, চার্বাক, ঢাকা, ১৯৯৫

৬০. ডেভিড জে, ক্যাশিন, *ভালবাসার সমুদ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

৬১. নারায়ণ চৌধুরী, *নজরুল চর্চা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯০

৬২. ইসরাইল খান, *'বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব ও সাহিত্য সমাজে অবক্ষয়'*, স্বকীয়তা প্রকাশালয়, ঢাকা, ১৯৮৯

৬৩. মনোরঞ্জন বিশ্বাস, *একদিন দাবানল*, এখনি, কলকাতা, ১৯৮৭

৬৪. সমুদ্র গুপ্ত, *এখনো উত্থান আছে*, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০

৬৫. হুমায়ূন আহমেদ, *হুমায়ূন আহমেদের শ্রেষ্ঠ গল্প*, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৮

৬৬. শওকত আলী, *শুন হে লখিন্দর*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৬

৬৭. জে.এইচ. মোল্লা, *পৃথিবী আমার ঘর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৫

৬৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়* , হৃষীকেশ বারিক, কলকাতা, ১৯৭৩

৬৯. বেলাল মোহাম্মদ, *এখন বৃষ্টিতে এসিড*, সাংস্কৃতিক খবর, ঢাকা, ১৯৯৮

৭০. মঙ্গল চন্দ্র মণ্ডল, *ঋষি*, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

৭১. কর্নেল ডাঃ শরফুদ্দিন আহমেদ, *বাংলা শিক্ষা সহজীকরণ*, সেলিনা আহমেদ, ঢাকা, ২০০০

৭২. 'ডক্টর আহমদ শরীফ : জীবন্ত প্রতিবাদ, সালেহা আনায়ারউদ্দীন সম্পাদিত *উন্মেষ*, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ১

৭৩. সাঈদ-উর রহমান, *মাওলনা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভাষণ ও বিবৃতি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

৭৪. এডভোকেট যাহেদ করিম-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত 'অসিয়তনামা' থেকে।